সার সংক্ষেপ

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক

বাংলাদেশ ২০২১

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

প্রেক্ষাপট

বিশ্বে যেসব দেশে তামাক কোম্পানির শক্তিশালী হস্তক্ষেপ রয়েছে বাংলাদেশ তারমধ্যে অন্যতম এবং এই বিদ্যমানতা দেশের তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক দুইটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতির সাথে মারাত্মকভাবে সাংঘর্ষিক। প্রথমত, বাংলাদেশ ২০০৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ফ্রেমওর্য়াক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) অনুসমর্থন করে ২০০৫ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন (২০১৩ সালে সংশোধিত) এবং ২০০৮ সালে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ গাইডলাইন গ্রহণ করেছে। দ্বিতীয়ত, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০১৬ সালে সাউথ এশিয়ান স্পিকারস সামিটে ২০৪০ সালের পূর্বেই তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্য ঘোষণা করেছেন। কিন্তু, তামাক কোম্পানির অব্যাহত হস্তক্ষেপ এবং কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন কোম্পানিগুলোর আগ্রাসী কার্যক্রমের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে এফসিটিসি'র কার্যকর বাস্তবায়ন এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ার কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য।

গ্লোবাল অ্যাডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) ২০১৭ অনুযায়ী, বাংলাদেশে প্রাপ্তবয়স্ক জনগোষ্ঠির মধ্যে তামাকের ব্যবহার ৩৫.৩ শতাংশ, যা ২০০৯ সালে ছিল ৪৩.৩ শতাংশ।[১] এই অগ্রগতি সন্তোষজনক, তবে ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের কারণে সরকারের সার্বিক তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম, বিশেষত তামাকের চাহিদা ও সরবরাহ কমানোর পদক্ষেপসমূহ দুর্বল এবং বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। ২০১৯ সালে প্রকাশিত এক গবেষণা অনুযায়ী, তামাক ব্যবহারে অর্থনৈতিক ক্ষতির (চিকিৎসা ব্যয় এবং উৎপাদনশীলতা হারানো) পরিমাণ বছরে ৩০ হাজার ৫৬০ কোটি টাকা।[২] ইউনিভার্সিটি অব ওয়াশিংটনের ইন্সটিটিউট অব হেলথ মেট্রিক্স অ্যান্ড ইভাল্যুয়েশন (আইএইচএমই) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বাংলাদেশে মৃত্যু এবং পঙ্গুত্বের চতুর্থতম কারণ হলো তামাকের ব্যবহার।[৩] তামাকজনিত এই বিপুল ক্ষয়ক্ষতি এফসিটিসি'র কার্যকর বাস্তবায়ন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন শক্তিশালীকরণ এবং তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মুক্ত থাকার তাগিদকে তীব্রতর করে তোলে।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক, বাংলাদেশ ২০২১ প্রতিবেদনটি বৈশ্বিক তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক ২০২১-এর অংশ। এই গবেষণায় বিভিন্ন দেশে সরকার তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপসমূহ কিভাবে আমলে নিয়েছে এবং সেগুলো মোকাবিলায় কি ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তা এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ গাইডলাইনের[৪] আলোকে মূল্যায়নের চেষ্টা করা হয়। Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA)[৫] কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রশ্নাবলী ব্যবহার করে সাতটি বিভাগে মোট ২০টি প্রশ্নের আলোকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। কেবল সকলের জন্য উন্মুক্ত উৎস যেমন, সরকারি ওয়েবসাইট, গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদ, তামাক কোম্পানির প্রকাশিত প্রতিবেদন ও ওয়েবসাইট থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। নিয়ম অনুযায়ী, অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তরে স্কোর ১ থেকে ৫ এবং কিছু ক্ষেত্রে উত্তর 'না' হলে ১ এবং 'হ্যাঁ' হলে স্কোর ৫ প্রদান করা হয়েছে। স্কোর যত কম, আর্টিক্যাল ৫.৩ প্রতিপালন তত সন্তোষজনক।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত রাখার জন্য এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর আলোকে একটি নীতিমালা প্রণয়ন এবং তামাকমুক্ত বাংলাদেশ অর্জনে সহায়তার লক্ষ্যে প্রজ্ঞা (প্রগতির জন্য জ্ঞান) ২০১৮ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে এই গবেষণা কার্যক্রমটি পরিচালনা করে আসছে। এটি চতুর্থ প্রতিবেদন। জানুয়ারি ২০২০ থেকে মার্চ ২০২১ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে তৈরি করা হয়েছে। এমন এক সময় এই প্রতিবেদনের তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে, যখন বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বই কোভিড-১৯ মহামারির কারণে নজিরবিহীন সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল। এই মহামারি বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত শক্তিশালী এবং সময়োপযোগী তামাক নিয়ন্ত্রণ বিষয়ক নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা সৃষ্টি করলেও বাস্তবে তা ঘটেনি। বরং এই উদ্ভূত সংকট পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে ব্যবসা বাড়িয়েছে তামাক কোম্পানিগুলো, কথিত দাতব্য কার্যক্রমের পসরা সাজিয়ে কোম্পানিগুলো তাদের ইমেজ বৃদ্ধি করেছে।

---

[১] Global Adult Tobacco Survey (GATS). Bangladesh 2017. Available at http://www.searo.who.int/bangladesh/gatsbangladesh2017fs14aug2018.pdf?ua=1
[২] Faruque GM, Ahmed M, Huq I, Parven R, Wadood SN, Chowdhury SR, Hussain AKM G, Haifley G, Drope J, Nargis N. The economic cost of tobacco use in Bangladesh: A health cost approach. Bangladesh Cancer Society. March 1, 2020. https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/economic-and-healthy-policy/bangladesh-health-cost-full-report-2020.pdf
[৩] Institute of Health Metrics and Evaluation (IHME), http://www.healthdata.org/bangladesh
[৪] Framework Convention on Tobacco Control. Guidelines for implementation of FCTC Article 5.3, Geneva 2008, [decision FCTC/COP3(7)] http://www.who.int/fctc/treaty_instruments/Guidelines_Article_5_3_English.pdf?ua=1
[৫] Assunta, M. Dorotheo, E. U.. SEATCA Tobacco Industry Interference Index: a tool for measuring implementation of WHO Framework Convention on Tobacco Control Article 5.3. April 2015 http://tobaccocontrol.bmj.com/content/early/2015/04/23/tobaccocontrol-2014-051934

সার সংক্ষেপ

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক বাংলাদেশ ২০২১

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

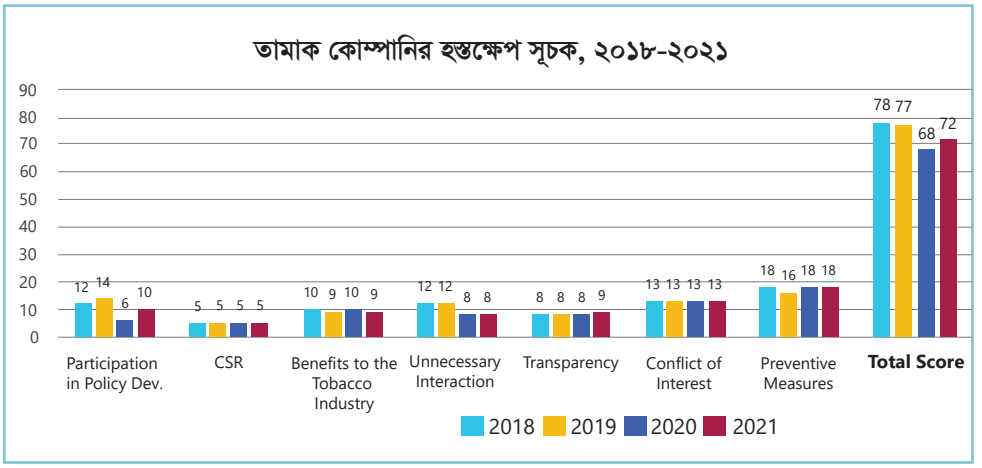

২০২১ সালে বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ৭২

ফ লা ফ ল

২০২১ সালের 'তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক'-এ বাংলাদেশের প্রাপ্ত স্কোর ৭২, যা গত বছর (২০২০) ছিল ৬৮। অর্থাৎ এসময়ে বাংলাদেশে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ বেড়েছে এবং আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনাবলী বাস্তবায়নে কোন অগ্রগতি হয়নি। বিশেষ করে নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির অংশগ্রহণ বা প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা, তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কর্মসূচি, সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে বিভিন্ন ইস্যুতে তামাক কোম্পানির অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ এবং সহযোগিতা বেড়েছে। এছাড়া সরকারের কয়েকটি মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাকে তামাক কোম্পানিবান্ধব পদক্ষেপ নিতে দেখা গেছে।

কূটনৈতিক মাধ্যম ব্যবহার করে আবারো সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব বিস্তারের চেষ্টার বিষয়টি উঠে এসেছে প্রতিবেদনে। জাপান টোব্যাকো ইন্টারন্যাশনাল (জেটিআই) কোম্পানির পক্ষে অর্থমন্ত্রীকে লেখা জাপানি রাষ্ট্রদূতের চিঠিতে অনেকটা হুঁশিয়ারির সুরই প্রকাশ পেয়েছে। চিঠিতে বলা হয়েছে, জেটিআই-এর ব্যবসা ক্ষতিগ্রস্ত হয় এমন কোন তামাক নিয়ন্ত্রণ পদক্ষেপ নেয়া হলে তা বাংলাদেশে ভবিষ্যৎ জাপানি বিনিয়োগের (এফডিআই) পথ রুদ্ধ করে দেবে। পরবর্তীতে ওই চিঠির অভিযোগসমূহ প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর ভ্যাট বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হয়। বাংলাদেশের মতো জাপানও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার এফসিটিসি চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী দেশ। জাপানি কূট-নীতিকের এহেন কার্যক্রম এফসিটিসি'র গুরুতর লঙ্ঘন। এর আগে ২০১৭ সালে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) কোম্পানির ১ হাজার ৯২৪ কোটি টাকা করফাঁকির ঘটনায় আইনি প্রক্রিয়ার বাইরে গিয়ে সমঝোতার অনুরোধ জানিয়ে তৎকালীন অর্থমন্ত্রীর কাছে চিঠি লিখেছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাইকমিশনার, যা দেশে এবং যুক্তরাজ্যে তীব্র সমালোচনার জন্ম দেয়।

প্রতিবেদনে উঠে আসা চরম জনস্বাস্থ্যবিরোধী অপর ঘটনাটির সূচনা করোনা মহামারির শুরুর দিকে, ২০২০ এর এপ্রিলে। এসময়ে দেশব্যাপী কঠোর লকডাউন চালু থাকলেও সরকারি আদেশের মাধ্যমে দুইটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানিকে (বিএটিবি এবং জেটিআই) লকডাউনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হয়। কোম্পানিগুলো যাতে নির্বিঘ্নে সিগারেট উৎপাদন, বিপণন ও তামাক পাতা ক্রয় করতে পারে, সেজন্য সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর চিঠি প্রদান করা হয়। শুধু তাই নয়, সরকারের দুটি গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম হয় তামাক কোম্পানিগুলো। তামাক কোম্পানিকে দেয়া এই বিশেষ অনুমতি স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে তুলে নেয়ার অনুরোধ করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় তা নাকচ করে দেয়।

২০২০ সালে করোনা মহামারি চলাকালে তামাক কোম্পানিগুলোকে যেভাবে বিভিন্ন কথিত সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কর্মসূচি নিয়ে সক্রিয় থাকতে দেখা গেছে, ইতোপূর্বে সেভাবে কখনো দেখা যায়নি। এক্ষেত্রে বিএটিবি'র কার্যক্রম বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। মহামারিসৃষ্ট সংকটের সুযোগ নিয়ে দাতব্য কাজের নামে একদিকে যেমন আগ্রাসীভাবে ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে প্রভাবশালী সরকারি বিভিন্ন সংস্থার সান্নিধ্যে এসে ভবিষ্যৎ হস্তক্ষেপের নীল নকশা তৈরি করেছে কোম্পানিটি। মাস্ক এবং পিপিই বিতরণের পাশাপাশি বিএটিবি অন্তত ১ লাখ ইউনিট নিজস্ব ব্র্যান্ডের হ্যান্ড স্যানিটাইজার স্থানীয় সরকার প্রতিনিধি, স্থানীয় প্রশাসন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ কর্তাব্যক্তিদের মাঝে বিতরণ করেছে। কোম্পানিটি পরবর্তীতে এইসব কথিত দাতব্য কার্যক্রমকে ফলাও করে বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করেছে। অন্যদিকে, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডসহ বিভিন্ন সরকারি সংস্থার পক্ষ থেকেও তামাক কোম্পানিগুলোকে পুরস্কৃত করতে দেখা গেছে।

গতবছর এবং এবছরের প্রতিবেদন পর্যালোচনা করে বলা যায়, ২০২০ সালের স্কোর (৬৮) কিছুটা আশার সঞ্চার করলেও ২০২১ সালের প্রতিবেদন (স্কোর ৭২) অবনতিই নির্দেশ করছে। ২০১৮ সাল থেকে ২০২১ পর্যন্ত প্রকাশিত তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক (২০১৮ সালে ৭৮, ২০১৯ সালে ৭৭, ২০২০ সালে ৬৮ এবং ২০২১ সালে ৭২) পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এগুলো একটি নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যেই ঘুরপাক খাচ্ছে। এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন এবং তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ মোকাবিলায় গত চার বছরে উল্লেখযোগ্য এবং সাহসী কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করতে না পারার কারণেই মূলত এই অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। উল্লেখ্য, এবছর বিশ্বের ৮০টি দেশে এই গবেষণা পরিচালিত হয়েছে। তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের বৈশ্বিক সূচকে ২০২১ সালে বাংলাদেশের অবস্থান ৬২তম।

সার সংক্ষেপ

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক বাংলাদেশ ২০২১

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো নিচে দেয়া হলো

১. নীতি প্রণয়ন প্রক্রিয়ায় তামাক কোম্পানির অংশগ্রহণ

নীতি প্রণয়নে তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ এবং প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা বিগত বছরগুলোর তুলনায় এবছরে বাড়তে দেখা গেছে। মাননীয় অর্থমন্ত্রীর বরাবর একটি লিখিত পত্রে বাংলাদেশে নিযুক্ত জাপানি রাষ্ট্রদূত বিভিন্ন বিষয়ে অভিযোগ উত্থাপন করেন, যার মধ্যে রয়েছে ২০১৯ সালে সরকারের গৃহীত তামাককর সংক্রান্ত পদক্ষেপ, প্রস্তুতকৃত তামাকপণ্য আমদানি এবং নিম্নস্তরে সুগন্ধিযুক্ত ক্যাপসুল সিগারেট বিক্রির ব্যাপারে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। জাপানি কূটনীতিক সরকারকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের এইসব পদক্ষেপ ভবিষ্যতে বাংলাদেশে জাপানি বিনিয়োগের পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করবে। উল্লিখিত অভিযোগসমূহ প্রতিকারের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে অর্থ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর ভ্যাট বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হয়। এছাড়া বিড়ির ওপর কর কমানোর দাবি সমর্থন করে দশ জন সংসদ সদস্য অর্থমন্ত্রী বরাবর আধা-সরকারি পত্র প্রেরণ করেন। তবে চূড়ান্ত বাজেটে ঐসব দাবির প্রতিফলন দেখা যায়নি।

২. তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম (সিএসআর)

২০২১ সালে তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক কার্যক্রম উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোভিড-১৯ মহামারির সুযোগ নিয়ে দাতব্য কার্যক্রমের মাধ্যমে তামাক কোম্পানি একদিকে যেমন আগ্রাসী-ভাবে ব্র্যান্ড ইমেজ বৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে বিভিন্ন প্রভাবশালী সরকারি সংস্থার সাথে নিবিড় যোগাযোগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১৮ সাল থেকেই বাংলাদেশ সিএসআর সূচকে সর্বোচ্চ স্কোর পেয়ে আসছে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

কোভিড-১৯ সম্পর্কিত সিএসআর: বিএটিবি ঢাকা, চট্টগ্রাম এবং রংপুরের বিভিন্ন সরকারি অফিস এবং হাসপাতালে মাস্ক, পিপিই এবং জীবাণুমুক্তকরণ সরঞ্জাম বিতরণ করেছে। ২০২০ সালের এপ্রিল থেকে মে মাসের মধ্যে বিএটিবি তার অঙ্গসংগঠন প্রেরণা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নিজস্ব তৈরি হ্যান্ড স্যানিটাইজারের অন্তত ১ লাখ ইউনিট স্থানীয় সরকার, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী এবং প্রশাসনিক সংস্থা, যেমন: ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন (ডিএনসিসি), র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‍্যাব), বাংলাদেশ পুলিশ, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি), বাংলাদেশ সেনাবাহিনী এবং জেলা প্রশাসনের মধ্যে বিতরণ করেছে। এবং এসব খবর ফলাও করে প্রচার করা হয়েছে। জেটিআই-এর পক্ষ থেকেও মাঠ পর্যায়ের প্রশাসন এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে সাথে নিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং সুরক্ষা সরঞ্জাম বিতরণ করতে দেখা গেছে।

অন্যান্য সিএসআর: বিএটিবি তথাকথিত বনায়ন প্রকল্পের আওতায় বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে মন্ত্রী, জনপ্রতিনিধি এবং উচ্চ পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী, কুষ্টিয়া-১ আসনের সংসদ সদস্য, রাজশাহী সিটি করপোরেশন (আরসিসি)-এর মেয়র, র‍্যাবের মহাপরিচালক, চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ এসপি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়-এর উপাচার্য এবং বিজিবি কর্মকর্তাবৃন্দসহ আরো অনেককেই এই কর্মসূচিতে যুক্ত হতে দেখা গেছে। বিএটিবি'র অপর সিএসআর কর্মসূচি প্রবাহ এবং জেটিআই'র সুজলা এর বিভিন্ন উদ্যোগের মাধ্যমেও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গের সান্নিধ্য লাভ করেছে তামাক কোম্পানি দুটি।

৩. তামাক কোম্পানিকে সুবিধা প্রদান

কোভিড-১৯ মহামারির প্রারম্ভিক পর্যায়ে দেশব্যাপী কঠোর লকডাউন শুরু হয়। এসময় ১৯৫৬ সালের অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ আইনের বরাত দিয়ে সরকারি আদেশ জারি করে বাংলাদেশে দুইটি বহুজাতিক তামাক কোম্পানিকে (বিএটিবি'কে ৩ এপ্রিল ২০২০, জেটিআই'কে ৫ এপ্রিল ২০২০) লকডাউনের বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতি প্রদান করে শিল্প মন্ত্রণালয়। কোম্পানি দুটির সিগারেট উৎপাদন, বিপণন ও তামাক পাতা ক্রয় যেন বিঘ্নিত না হয়, সে লক্ষ্যে সকল বিভাগীয় কমিশনার এবং জেলা প্রশাসক বরাবর নির্দেশনা পাঠানো হয়। পরবর্তীতে আকিজ বিড়ি ইন্ডাস্ট্রি লালমনিরহাট জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে একই ধরনের অব্যাহতি আদায় করতে সমর্থ হয়। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে বিভিন্ন তামাক কোম্পানিকে দেয়া বিশেষ অনুমতি তুলে নেয়ার অনুরোধ করা হলে শিল্প মন্ত্রণালয় তা নাকচ করে দেয়।

এশিয়ান টোব্যাকো লিমিটেড নামে একটি তামাক কোম্পানিকে ঈশ্বরদী রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকায় কারখানা স্থাপনের অনুমোদন দেয় বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা)। উল্লেখ্য, রপ্তানি প্রক্রিয়া-করণ এলাকায় (ইপিজেড) স্থাপিত কারখানাসমূহ ট্যাক্স হলিডে, আমদানি ও রপ্তানি শুল্ক মুক্তি/হ্রাসসহ বিভিন্ন ধরনের বিশেষ সুবিধা ভোগ করে থাকে।

৪. তামাক কোম্পানির সাথে অপ্রয়োজনীয় যোগাযোগ

অন্যান্য বছরের মতো ২০২০ সালেও তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করে গেছে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা। সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রীবর্গ এবং উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানগুলোতে অংশ নিয়েছেন। যেমন: ২০২০ সালের ডিসেম্বর মাসে শিল্প মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী এবং মন্ত্রণালয়ের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের উপস্থিতিতে বিএটিবি'কে রাষ্ট্রপতি শিল্প উন্নয়ন পুরস্কার, ২০১৮ হস্তান্তর করা হয়। কর প্রদান আইনগত বাধ্যবাধকতার বিষয় হলেও হাকীমপুরী জর্দার সত্ত্বাধিকারী মো. কাউস মিয়া এবং সিগারেট উৎপাদক বিএটিবি অর্জন করে নেয় জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)-এর পক্ষ থেকে শীর্ষ করদাতার পুরস্কার। মন্ত্রণা-লয়সমূহের অধীনে পেশাজীবিদের বিভিন্ন স্বায়ত্তশাসিত সংগঠন, যেমন: ইন্সটিটিউট অব চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএবি) এবং ইন্সটিটিউট অব কস্ট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্টস অব বাংলাদেশ (আইসিএমএবি)-এর পক্ষ থেকে বাণিজ্য মন্ত্রীর উপস্থিতিতে বিএটিবি'কে যথাক্রমে "২০১৯ সেরা বার্ষিক প্রতিবেদন" পুরস্কার এবং "২০১৮ সেরা করপোরেট পুরস্কার" প্রদান করা হয়। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের সাথে বিএটিবি'র কার্যক্রম ২০২০ সালেও চলমান ছিলো।

৫. স্বচ্ছতা সংক্রান্ত পদক্ষেপ

আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী তামাক কোম্পানি, তামাক কোম্পানির সহযোগী সংস্থা এবং পক্ষভুক্ত লবিস্টদের পরিচয় প্রকাশ অথবা নিবন্ধন গ্রহণ অত্যাবশ্যকীয় হলেও এ সংক্রান্ত কোন নীতি এখন পর্যন্ত গ্রহণ করা হয়নি। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ২০২১ সালের ২৫ মার্চ এনবিআর এবং বাংলাদেশ সিগারেট ম্যানুফেকচারার্স অ্যাসোসিয়েশন (বিসিএমএ) এর মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রাক-বাজেট বৈঠকে বিসিএমএ-এর পক্ষ থেকে কয়েকটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। পরবর্তীতে প্রস্তাবগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি।

৬. স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব

আগের বছরগুলোর ন্যায়, ২০২০ সালেও সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের হাতে ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো বাংলাদেশ (বিএটিবি) এর ৯.৯০ শতাংশ শেয়ার ছিলো। একইসাথে বিএটিবি'র পরিচালনা পর্ষদে সরকারের বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (শিল্প সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব, বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালক, ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন বাংলাদেশ- আইসিবি এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক) নন-এক্সিকিউটিভ এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক
বাংলাদেশ ২০২১

এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়ন প্রতিবেদন

৭. সুরক্ষামূলক পদক্ষেপ

তথ্য অধিকার আইন ২০০৯-এর একটি ধারা ব্যতীত তামাক কোম্পানির সঙ্গে সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বা সংস্থার যোগাযোগ প্রকাশের কোন নীতিমালা বা প্রক্রিয়া বর্তমানে নেই। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর খসড়া গাইডলাইন প্রস্তুত করলেও তা চূড়ান্ত হয়নি।

তামাক কোম্পানিগুলোকে প্রতি মাসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এর নির্ধারিত ছকে রাজস্ব বিবরণী জমা দিতে হয়। এছাড়া স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ (আদায় ও পরিশোধ) বিধিমালা, ২০১৭ অনুসারে স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ জমার বিবরণী সরকারকে প্রদান করে থাকে তামাক কোম্পানি। তবে এখন পর্যন্ত তামাক কোম্পানির মার্কেট শেয়ার, বিপণন ব্যয়, সেবামূলক কর্মকাণ্ড এবং রাজনৈতিক অনুদান বিষয়ক তথ্য প্রদানের বাধ্যবাধকতা সংক্রান্ত কোন বিধান নেই।

সু পা রি শ মা লা

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপমুক্ত থাকতে সরকারকে অবশ্যই এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৫.৩ এর নির্দেশনাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করতে হবে। আর্টিক্যাল ৫.৩ এর সকল শর্ত পূরণে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপসমূহ অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে:

১. তামাক কোম্পানির সামাজিক দায়বদ্ধতামূলক (সিএসআর) কার্যক্রম সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধসহ তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধন করে এফসিটিসি'র সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করতে হবে।

২. "The Control of Essential Commodities Act, 1956" সংশোধন করে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের তালিকা থেকে সিগারেট বাদ দিতে হবে।

৩. তামাকের চাহিদা হ্রাসকল্পে সরকারকে এফসিটিসি আর্টিক্যাল ৬ অনুসরণ করে একটি সহজ তামাককর ও মূল্য নীতি প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

৪. ২০২২ সালের মধ্যে তামাক কোম্পানিতে সরকারের বিদ্যমান শেয়ার/ বিনিয়োগ প্রত্যাহার করতে হবে। স্বার্থ সংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব এড়াতে সরকারি কর্মকর্তাদের তামাক কোম্পানির পদ থেকে ইস্তফা দিতে হবে।

৫. আর্টিক্যাল ৫.৩ প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা এবং সরকারের বিভিন্ন কাজে এসব নির্দেশনাসমূহ কিভাবে প্রয়োগ করা যায় সে বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বাস্থ্যখাতের বাইরে অন্যান্য মন্ত্রণালয় বিশেষ করে অর্থ, শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের সাথে কাজ করতে হবে।

৬. তামাক কোম্পানির সঙ্গে সরকারি কর্মকর্তাদের যোগাযোগ বা আলোচনার ক্ষেত্রে আচরণবিধি ২০২১ সালের মধ্যে চূড়ান্তকরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।

৭. তামাক কোম্পানিকে পুরস্কার প্রদান বন্ধ করতে হবে। তামাক কোম্পানিকে পুরস্কৃত করার যেকোন অনুষ্ঠানে সরকারি প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণ বন্ধ করতে হবে। সরকারকে তামাক কোম্পানি এবং এর প্রতিনিধিদের সাথে সকল যোগাযোগের তথ্য প্রকাশ করতে হবে।

৮. নতুন কোনো দেশি বা বিদেশি তামাক কোম্পানিকে বাংলাদেশে বিনিয়োগের সুযোগ বন্ধ করতে হবে। বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চল (এসইজেড) এবং রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল (ইপিজেড)-এ তামাক বা সংশ্লিষ্ট কারখানা স্থাপন বন্ধ করতে হবে।

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচকে বিভিন্ন দেশের অবস্থান

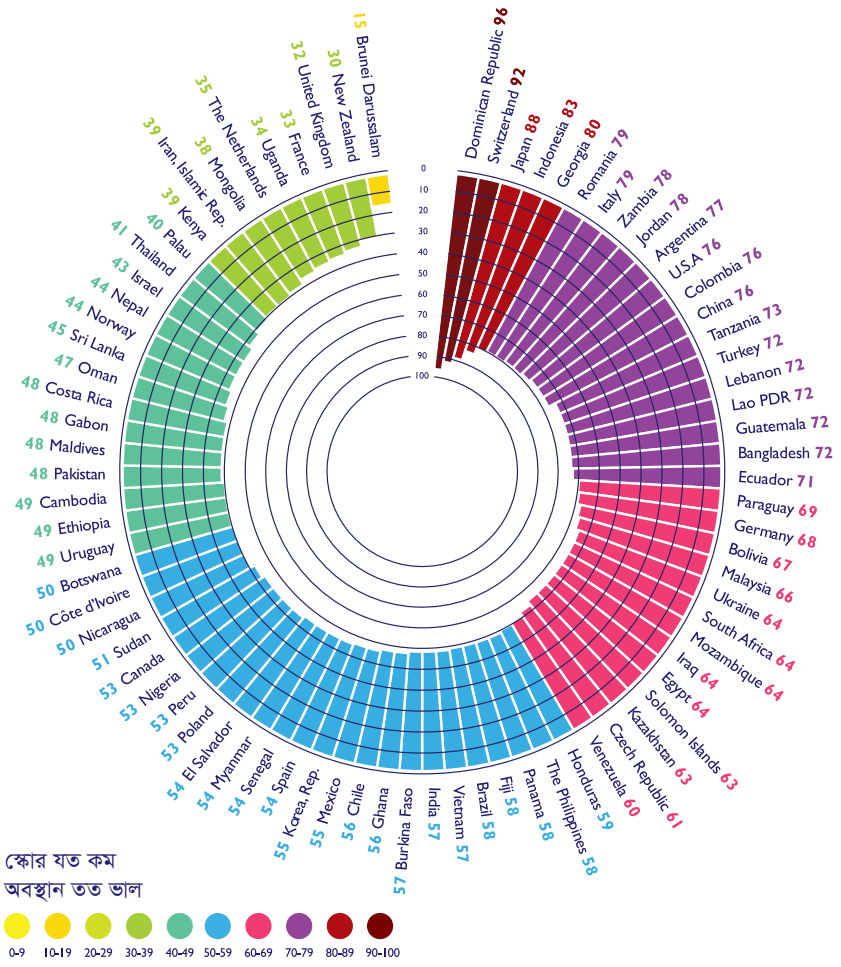

Source: The Global Tobacco Industry Interference Index 2021

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক, ২০২১: বাংলাদেশ প্রতিবেদন:
www.craftbd.org/assets/source/TIIBDREPORT2021.pdf

তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সূচক, ২০২১: বৈশ্বিক প্রতিবেদন:
globaltobaccoindex.org/upload/assets/bY25u7FkWjmHqhiIxeLRJ0D9DM1OqcJ9iFtHGjkkNPxKVigEoR.pdf

PROGGA Knowledge for Progress

www.progga.org
www.craftbd.org
www.tobaccoindustrywatchbd.org